যায়যায়দিন

তারিখ 11 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

শিশুর মানসিক বিকাশে এর বিকল্প নেই

বাংলাদেশের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ক্লাস ওয়ান থেকে। সাধারণত শিশুর পাঁচ বছর পূর্ণ হলে স্কুলে ভর্তি করানো হয়। একটি শিশুর বয়স তিন থেকে চার বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সে কথা বলতে পারে, খেলতে পারে, অক্ষর চিনতে পারে। ছড়া কাটা, গান গাওয়া, গল্প বলার মতো কাজ রপ্ত করতে পারে। এ কাজগুলো যদি আনন্দের মাধ্যমে তাকে শেখানো যায়, তাহলে শারীরিক বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক বিকাশও ঘটে। এ কাজগুলো শেখাতে গিয়ে যদি কোনো অসঙ্গতি থাকে, তাহলে শিশুর মধ্যে তা ভীতি সৃষ্টি করে। এতে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর স্কুল-ক্লাসরুম-শ্রেণীশিক্ষক তার কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অনেক শিশু প্রাথমিক স্কুল থেকেই ঝরে যায়। অথচ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে যদি আনন্দময় করা যেত, তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা হতো উদ্দীপনাময়।

বাংলাদেশে যেসব কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে, সেগুলোতে ক্লাস ওয়ানের আগে আরো দুটি শ্রেণী আছে। সে শ্রেণীগুলোতে শিশুকে উপর্যুক্ত কাজগুলো শেখানো হয়।

এতে কেজি ওয়ানে যখন শিশুরা ভর্তি হয়, তখন তারা থাকে বেশ সাবলীল। শিক্ষাগ্রহণ তাদের কাছে আনন্দময় হয়। এর বিপরীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এসবের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা অবস্থায় কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থী আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়ে যায়। ব্যবধান থেকে যায় ওই শিক্ষার্থীর পুরো শিক্ষাজীবনে।

যারা বিত্তবান, তারা তাদের সন্তানদের কিন্ডারগার্টেনে পড়াতে পাঠান। বাকিদের যেতে হয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বলা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনেচ্ছুদের সংখ্যাই বেশি। এতে একই সমাজে দু'ধরনের শিশু বেড়ে ওঠে। বিত্তবান বাবা-মায়ের সন্তান উন্নত শিক্ষা পায় শিশু বয়স থেকে, আর বিত্তহীনের সন্তান কোনোরকম শিক্ষা পায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এটার সুদূরপ্রসারী ফল দেখা যায় বিত্তবানের সন্তান উন্নত শিক্ষা পেয়ে বিত্তবান হয়, আর বিত্তহীন একই চক্রে ঘুরপাক খায়। ব্যতিক্রম যে নেই এমন নয়, তবে ব্যতিক্রম কখনো নিয়ম নয়।

কিন্ডারগার্টেনগুলোতে যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়, তা ঠিক আছে। যদিও এর জন্য অভিভাবকদের ভর্তি ফি, মাসিক বেতন ইত্যাদিসহ বহু টাকা গুনতে হয়। সব শিশুর শিক্ষা গ্রহণের অধিকার যেহেতু সমান, সেহেতু বিনামূল্যের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সরকারেরই করা দরকার। সরকার যদি এ ব্যবস্থা না করে তাহলে জাতি গঠনের শুরু থেকেই বিভাজন থেকে যাবে- যা কখনই কাটানো যাবে না।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ইউনিসেফের সহায়তায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে সত্য, কিন্তু তা কার্যকর নয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতিতেই চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে দুই বছর চলে গেছে। চট্টগ্রাম মহানগর ও জেলায় শিশু শ্রেণীতে শিশুদের ভর্তি করা হলেও পড়ালেখার ধরন পাল্টায়নি এবং আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ইউনিসেফ থেকে যে উপকরণ সরবরাহ করা হয়, তা অনেক স্কুলেই পৌঁছেনি বা স্কুল কর্তৃপক্ষ আনেনি। ফলে শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসা-যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করছে না। চট্টগ্রামের এক শিশুর স্থানীয় ভাষায় অবস্থাটি হলো এ রকম- 'আরা, রোদর মধ্যত খেলি আর দৌড়াদৌড়ি গরি।'

চট্টগ্রামের মতো অবস্থা বাংলাদেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অথচ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া গেলে কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা একই ধাঁচে গড়ে উঠত। শিক্ষাগ্রহণ হতো আনন্দময়। শিশুদের আনন্দ ও হাসি-খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাইমারি স্কুলে ছড়িয়ে পড়ুক- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে এই আমাদের প্রত্যাশা।

পরিপূর্ণভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া গেলে কিন্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা একই ধাঁচে গড়ে উঠত। শিক্ষাগ্রহণ হতো আনন্দময়। শিশুদের আনন্দ ও হাসি-খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাইমারি স্কুলে ছড়িয়ে পড়ুক- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে এই আমাদের প্রত্যাশা।